কুষ্টিয়ায় বালু তোলার সময় অস্ত্রধারীদের গুলি, আহত ১

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীতে বালু তোলার সময় মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে সবুজ আলী (৪২) নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের কয়া বালুর ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

এ সময় তারা বালুর ঘাটের ক্যাশ কাউন্টার থেকে প্রায় দুই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার একটা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কুমারখালী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বর্তমানে সেখানখার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

গুলিবিদ্ধ সবুজ আলী ঢাকা মিনাপাড়া এলাকার শহীদুল বিশ্বাসের ছেলে। তিনি বালুর ঘাটের ম্যানেজার। ঘটনার পরে গুলিবিদ্ধ সবুজকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত সবুজ আলী বলেন, রাত আনুমানিক ১১টার দিকে প্রায় ৮ থেকে ১০ জন মুখোশধারী সন্ত্রাসী অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বালুর ঘাটে আসে। তারা গুলি করতে করতে আসেন। এসময় আমার পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। ৩ থেকে ৪ জনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি চাই।

এ বিষয়ে বালুর ঘাটের শ্রমিক ও প্রত্যক্ষদর্শী লালু আহমেদ বলেন, আমরা বালুর ঘাটে কাজ করছিলাম। এসময় রাত ১১টার দিকে চারপাশ থেকে ভারি ভারি অস্ত্রপাতি নিয়ে গুলিবর্ষণ করতে করতে আসে ৮ থেকে ১০ জন মুখোশধারী সন্ত্রাসী। সবুজকে ধরে তার পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। এসময় তারা প্রায় দুই লাখ টাকা লুটপাট করে নিয়ে গেছে। মুখোশধারী ৭ থেকে ৮ জনকে দেখেছি। তাদের মধ্যে তিনজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখেছি। সবাই মুখোশধারী। কাউকে চিনতে পারিনি। তারা কারা সেটা ধারণা করতে পারছি। তবে জড়িত সবার বিচার চাই।

৪ মিনিট ৪৯ সেকেন্ডের ওই ফুটেজে দেখা যায়, মুখোশধারী তিনজন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গুলিবর্ষণ করতে করতে দৌড়ে আসেন। এতে আতঙ্কিত হয়ে ট্রাকের চালক ও বালু ঘাটের শ্রমিকরা পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে মুখোশধারী ৫ জনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়।

তারা গুলি করতে করতে আসেন এবং গুলি করতে করতে চলে যান।

বালু অপসারণের ইজারাদার রাকিব হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা ম্যানেজারের পায়ে গুলি করে প্রায় দুই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। আমরা টেন্ডারের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বালি অপসারণ কাজ পেয়েছি। বৈধভাবে আমরা ব্যবসা করছি। বৈধভাবে বালু উত্তোলন করছি, বৈধভাবে ঘাটের টেন্ডার পেয়েছি। কিন্তু সেখানে কাজ করা এক শ্রমিককে ধরে নিয়ে গেছে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা। আমরা কাউকে চিনতে পারিনি। জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। তিনি হাসপাতালের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ বিষয়ে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, বালুর ঘাটে মুখোশধারীদের গুলিতে একজন আহত হয়েছেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ। সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত স্বাভাবিক রয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার

দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো. আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি ম্যাগজিনসহ আটক করে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. নাজমুল হুদা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় পুলিশি চেক পোষ্টে একটি সিএনজিতে ৩জন যাত্রীবেশে অস্ত্র পাচারকালে পুলিশের সন্দেহ হলে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩জন আটক হয়েছে।

গত শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো. আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি ম্যাগজিনসহ আটক করে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. নাজমুল হুদা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় পুলিশি চেক পোষ্টে একটি সিএনজিতে ৩জন যাত্রীবেশে অস্ত্র পাচারকালে পুলিশের সন্দেহ হলে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ইউপি চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু নামের এক ইউপি চেয়ারম্যানকে নিজ পরিষদে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়।

আজ সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ইউপি চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো সকালে ইউনিয়ন পরিষদের কর্যালয়ের নিজ কক্ষে বসে কাজ করছিলেন চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে চেয়ারের পেছনে থাকা জানালা দিয়ে দুর্বৃত্তরা তাকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। গুলির শব্দে স্থানীয়রা ছুটে গেলে তাদেরকেও লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা। এরপর স্থানীয়রা চেয়ারম্যানের কক্ষে তালা মেরে রাখে। এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যানের

লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে আসলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে ঘটনাস্থলে যেতে বেগ পেতে হয়।

এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এখনো মরদেহটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পড়ে আছে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়েই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বিএনপির রাজনীতি করলেও রাজনীতিতে তিনি নিস্ক্রিয় ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে হাত মিলিয়ে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেছেন। বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে তার স্বাক্ষাৎ ছিল।

দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা বলেন, চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন সেন্টু এক সময় উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, চেয়ারম্যান নিজ কক্ষের চেয়ারেই বসে ছিলেন। তাকে পেছন থেকে জানালা দিয়ে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ

অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই একাধিকবার জেল খেটেছে।
মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ায় দিনব্যাপী থেমে থেমে

সংঘর্ষ: পুলিশের গুলিতে নিহত-৭

কুষ্টিয়ায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত দুই শতাধিক। তারা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ও আদ্বদীন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গতকাল সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেলের দিকে থানাপাড়ায় ও মজমপুর এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। আহতরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহতরা হলেন- কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিপুর এলাকার নওশের আলীর ছেলে বাবু ইসলাম (৩৫), একই এলাকার কফিলউদ্দিনের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৪২), কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকার লোকমানের ছেলে আবদুল্লাহ (১৪), ইউসুফ আলী (৫০), দহকুলা এলাকার ওসামা (২৬), বাকি দুজন অজ্ঞাত।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া মডেল থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালালে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরের দিকে শহরের মজমপুর রেলগেট এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। এ সময় পুলিশ কয়েক দফা কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। বেলা দেড়টার পর আন্দোলনকারীদের অপর একটি অংশ কুষ্টিয়া মডেল থানায় হামলা চালায়।

এসময় পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের হটাতে ব্যর্থ হয়। পরে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করে। পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি, কাঁদানে গ্যাসের শেলের শব্দে থানার আশপাশের এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতেও আন্দোলনকারীরা পিছু হটেননি।

খবর পেয়ে সেনাসদস্যরা এসে মডেল থানার সব পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। এর পরপরই আন্দোলনকারীরা থানার ভবনে আগুন লাগিয়ে দেন। এতে থানার ভেতরের সব আসবাব, জরুরি রেকর্ডসহ অন্যান্য দ্রব্য পুড়ে যায়। এ ছাড়া ভবনের সামনে থাকা ৮-১০টি মোটরসাইকেল ও একটি প্রাইভেট কার পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে ফায়ার

সার্ভিস গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বেলা দুইটার পর আন্দোলনকারীদের আরেকটি অংশ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনসে ঢুকে পড়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও শটগানের গুলি চালায়। এতে অনেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা সাতজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসায় রক্তের জন্য হাহাকার চলছে। হতাহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারিতে হাসপাতালের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ার সমন্বয়ক তুষার আহমেদ তুহিন জানান, সোমবার বিকেলের দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষুব্ধরা থানাপাড়ার মোড় ও মজমপুর মোড়ে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় আন্দোলনকারীদের পুলিশ রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে থানাপাড়ায় ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা গেছেন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজন মারা যান। এ ঘটনায় দুই শতাধিক আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এদিকে সোমবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারী ও পুলিশের ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। কুষ্টিয়া শহরের থানার মোড়, মজমপুর, সাদ্দাম বাজার, এনএস রোড়, ছয় রাস্তার মোড়, পাঁচ রাস্তার মোড়সহ বিভিন্ন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিকেলের দিকে মজমপুর ও থানাপাড়ায় আন্দোলনকারীদের গুলি করে পুলিশ। এতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীসহ ৭ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় দুই শতাধিক।

এর আগে আন্দোলনকারীরা কুষ্টিয়া ট্রাফিক অফিস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলীর বাড়ী, পৌরসভা ভাংচুর চালায় এবং সড়কের বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে পুলিশকে লক্ষ করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন।

পুলিশ ধাওয়া ও রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন অলিগলিতে আশ্রয় নেন। বিকেলের দিকে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে পুলিশ লাইনসে চলে যায়। পুলিশ পিছু

হটলে আন্দোলনকারীরা থানায় হামলা করে। থানা কার্যালয়, ওসির বাসভবন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এলে তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজন মারা গেছেন। মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মানব চাকী, কুষ্টিয়া–২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিনসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

আওয়ামী সমর্থকদের কয়েকটি দোকানে লুটপাট হয়েছে। এ ছাড়া কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য এস্কেভেটর দিয়ে গুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

দামুড়হুদা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী আহত

দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তের বিপরীতে ভারতীয় অংশে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে আজমুল হোসেন (৩০) নামে এক বাংলাদেশী আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) ভোর ৪ টার দিকে উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তের বিপরীতে ভারতীয় অংশে এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় বিএসএফ তাকে উদ্ধার করে ভারতের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছে। বর্তমানে আজমুল হোসেন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত আজমুল হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে।

গ্রামবাসী জানায়, আজমুল হোসেনসহ ৬-৭ জন বাংলাদেশী বৃহস্পতিবার ভোর ৪ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেস্টা করছিলো। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (৮২-বিএসএফের) মালুয়াপাড়া ক্যাম্পের সদস্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। বিএসএফের ছোড়া গুলি আজমুল হোসেনের পায়ে লেগে তিনি গুরুতর আহত হন এবং তার অন্য সহযোগীরা পালিয়ে যান। পরে বিএসএফের সদস্যরা আহত অবস্থায় আজমুল হোসেনকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে আজমুল হোসেন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিননায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আজমুল হোসেন নামে এক যুবকের আহত হওয়ার ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে বিজিবির অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক ১

মুজিবনগরের সীমান্তবর্তি সোনাপুর গ্রাম থেকে একটি বিদেশী পিস্তুল ও ২ রাউন্ড গুলি ও এক বোতল বিদেশী মদসহ আশরাফুল ইসলাম
(৪০) নামে একজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ৬ বর্ডারগার্ড (বিজিবি) এর নাজিরাকোনা বিওপি ক্যাম্প।

আটক আশরাফুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত হযরত আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৭ এর নিকট বাংলাদেশের ৫০০ গজ অভ্যন্তর থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক করেন তাকে বিজিবি সদস্যরা।

সোনাপুর ক্যাম্পের জুনিয়র কর্মকর্তা নায়েক সুবেদার জাকির হোসেন জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৭ এর নিকট বাংলাদেশ অভ্যন্তরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ একজন অবস্থান করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে

আশরাফুল ইসলাম পালানোর চেষ্টা কালে তাকে আটক করেন বিজিবি সদস্যরা। এসময় তার কাছ থেকে একটি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি, এক বোতল বিদেশী মদ, একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পরে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আশরাফুল ইসলামকে বিজিবির পক্ষ থেকে থানায় সোপর্দ করেছে। এ ঘটনায় আগেন্য়াস্ত্র আইনে বিজিবির পক্ষ থেকে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আশরাফুল ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে সাবেক চেয়ারম্যানের ড্রাইভারকে গুলি

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানের ড্রাইভার বিশ্বজিৎ শর্মা (৩৭) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাতে বিশকাপ খেলা দেখে বাড়িতে প্রবেশের সময় তার উপর সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়। গুলিটি তার পেটের বাম পাশ বিদ্ধ করে। ঘটনাটি ঘটেছে রাত আড়াইটার দিকে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ আলফালাহ হাসপাতালের পিছনে। বিশ্বজিৎ শর্মা হামদহ এলাকার জয় গোপাল শর্মার ছেলে।

জানা গেছে, বিশ্বজিৎ শর্মা সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কনক কান্তি দাসের হামদস্থ বাসায় আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ খেলা দেখে বিরতীর সময় বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি প্রবেশের সময় অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে বাসার গেটের সামনে বিশ্বজিৎ লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত ৩টার দিকে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক রাজিব কুমার চক্রবর্তী জানান, বিশ্বজিতের পেটের বাম দিকে গুলি করা হয়েছে।

গুলিটি পেটের ভেতরেই রয়ে গেছে। ব্যাপক রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। সেখান থেকে দুই রাউন্ড সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ বোরের পিস্তলের তাজা গুলি ও একটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করা হয়েছে। পুর্ব শত্রুতার জের ধরে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত মুনতাজের লাশ ৬ দিন পর হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে নিহত মুনতাজ আলীর লাশ ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।

গতকাল শুক্রবার কামারপাড়া সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে নিহতর লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, গত ৯ অক্টোবর শনিবার সন্ধার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের মুনতাজ হোসেন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ্যপন্থায় ভারতে প্রবেশ করে।
ওই দিন রাত ১১টার দিকে তারা ভারত থেকে মহিষ চুরি করে ফেরার পথে সীমান্তের নিকট পৌছালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী বিএসএফ চোরাকারবারীদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।

এসময় চোরাকারবারীরা সকলে পালিয়ে রক্ষাপেলেও বিএসএফ গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুনতাজ আলী (৩৫) সহ একটি মহিষের মৃত্যু হয়।

পরে বিএসএফ সদস্যরা গুলিবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারী মুনতাজ আলীর

মরদেহ নিয়ে চলে যান। নিহত মুনতাজ আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে।

ঘটনার ৬ দিনের মাথায় গতকাল শুক্রবার সন্ধার দিকে উপজেলার দর্শনা সীমান্তের কামারপাড়া গ্রাম ও ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন বিজয় চন্দ্রপুর গ্রাম সংলগ্ন ভারতীয় মেইন পিলার নং-৮১ এর নিকট দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে নিহত মুনতাজের মরদেহ হস্তান্তর করে বি,এস,এফ।

পরে দর্শনা থানা পুলিশ নিহতর লাশ গ্রহণ শেষে ঘটনাস্থলেই তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর নিখীল চন্দ্র রায়, এস,আই স্বপন কুমার সাহা এবং ভারতের পক্ষে (কৃষ্ণগঞ্জ সার্কেল) ডিএসপি সুভাষ চন্দ্র রায়।